মঠবাড়ী ক্রেডিটে আমার স্মৃতিময় ছয় বছর

থিওফিল রোজারিও

মঠবাড়ী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: অনেক পতন উত্থানের দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে আজ একান্ন বছরে পর্দাপন করেছে। ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে গৌরবোজ্জ্বল পঞ্চাশ বছরের পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী। সুবর্ণ জয়ন্তীর স্বর্ণালী আভায় আনন্দ, উল্লাসে ও গৌরবে প্রাণটা ভরে উঠে। তাই আজ এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরন করছি পঞ্চাশ বছর পূর্ব হতে অদ্যবদি যারা তাদের নি:স্বার্থ শ্রম, মেধা, বুদ্ধি এবং বলিষ্ঠ ও ত্যাগী নেতৃত্ব দিয়ে সমিতিকে এ অবস্থানে আনতে ও সমিতির ভীতকে সুদৃঢ় করতে আপ্রাণ চেষ্ঠা ও সহযোগিতা করে গেছেন। আজ এ বিশেষ দিনে নিজেকেও অত্যন্ত ধন্য ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। কারণ মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর কতগুলো মহান ও মহৎ উদ্যোগী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক মুক্তির নতুন ধারা সৃষ্টির কর্মযজ্ঞের সাথে আমার নামটি জড়িয়ে আছে। মঠবাড়ী ক্রেডিটের সূবর্ণ জয়ন্তীতে সদ্য বিদায়ী কর্ণধার হিসাবে জুবিলীতে অংশগ্রহণ করে উপভোগ করাটা এবং কিছু লিখতে পারাটাও আমার জীবনে একটি বড় অর্জন।

আমার উপরে ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান ও অনুগ্রহ থাকাতে আমারও সুযোগ হয়েছিল কিছুকাল মঠবাড়ী ক্রেডিটে কাজ করার। আমার সেই অভিজ্ঞতাটা লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছি। ২০০৬ সালে তৎকালীন মঠবাড়ী ক্রেডিটের চেয়ারম্যান মি. চঞ্চল রড্রিক্সের সহযোগিতায় মঠবাড়ী ক্রেডিটের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নিই। দায়িত্ব নেওয়ার সময় ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমাকে বসে থাকলে চলবে না। তাই প্রথম তিন মাস কোন কিছু না বলে নীরবে ক্রেডিট সমন্ধে বুঝতে চেষ্ঠা করলাম।

বিভিন্ন লোকদের সাথে ক্রেডিট সম্বন্ধে কথা বলে, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শুরু করলাম। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমার মঠবাড়ী ক্রেডিটে পথ চলা। এভাবেই বুঝতে বুঝতে চলে গেল ছয়টি বছর। ছয়টি বছরে জানি না কতটুকু মঠবাড়ী ক্রেডিটের জন্য করতে পারলাম। তবুও আমার কাজ এবং আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করছি। আমার প্রথম চিন্তা ছিল সদস্য/সদস্যাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা। স্বার্থ রক্ষা ও সেবা এই দুইটি লক্ষ্য সামনে রেখে আমি নীরবে নিভৃতে সমিতি পরিচালনা করতে থাকি। কয়েক মাসের মধ্যেই সদস্যদের মধ্যে একটা লক্ষনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলাম। সদস্যরা ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতি সচেতন ও সক্রিয় হতে লাগলো। তারা আমাদের কার্যক্রমে আকৃষ্ট, সমর্থন ও সহযোগিতা করতে লাগলো। অর্থ্যাৎ সদস্য/সদস্যারা ক্রেডিট ইউনিয়ন মুখী হতে লাগলো; মঠবাড়ী ক্রেডিটের তারা গর্বিত মালিক।

যখন কর্মকর্তাদের সাথে সদস্য/ সদস্যাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক এবং আস্থা স্থাপন হল তখন নতুন নতুন প্রোডাক্ট প্রবর্তন করাও শুরু করলাম। নতুন প্রোডাক্ট প্রর্বতনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন তৎকালীন বোর্ডের ম্যানেজার মি. পল কস্তা। আমার ছয় বছরে অনেকগুলো প্রোডাক্ট প্রবর্তন করা হয়েছিল। নতুন নতুন প্রোডাক্ট, সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক ও আমাদের প্রতি আস্থার সৃষ্টি হওয়ায় মূলধন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মূলধন হল একটি ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রধান উপাদান। আমাদের সমিতিতে সদস্য/সদস্যা কম হলেও মূলধন বড় হওয়াতে মঠবাড়ী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. সমবায় আন্দোলনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। মূলধন বৃদ্ধিতে কাল্‌ব ও উপজেলা পর্যায়ে স্বীকৃতি সনদ লাভ করেছে। আমিও উপজেলা পর্যায়ে স্বীকৃতি সনদ লাভ করেছি। মূলধন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা বিনিয়োগও বৃদ্ধি কছি। ঋণের ধাপ ৩ লাখ থেকে আস্তে আস্তে ১২ লাখ টাকায় উন্নীত করেছি। অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক বা কাল্‌ব বিনিয়োগ করেছি।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও লাভযোগ্য বিনিয়োগ হয়েছে মঠবাড়ী মিশন ওয়ালের সাথে সাড়ে তিন বিঘা জমি। এখন জমিটার মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাড়ে তিন বিঘা জমি মঠবাড়ী ক্রেডিটকে যেকোন ধরনের দূর্যোগ হতে রক্ষা করতে পারবে। জমিটা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে সমিতির আয় অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হবে।